




বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০১-০২

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০০১-০২ অর্থবছরে সম্পাদিত সার্বিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০১-০২' প্রকাশ করা হলো। অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০০১-০২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রস্তুত করা হলেও বই আকারে প্রকাশ করা হয়নি। দেরিতে হলেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এবং রেফারেন্স হিসেবে সহায়ক তথ্যাদি সংরক্ষণের স্বার্থে ২০০১-০২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশাকরি প্রতিবেদনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।


(ড. সা'দাত হুসাইন)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিত	১
২। সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	২
৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩-১০
(ক) মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৩
(খ) রিপোর্ট অধিশাখা (বর্তমানে রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা)	৩
(গ) প্রশাসন অধিশাখা	৪-৫
(ঘ) বিধি ও সেবা অধিশাখা	৬
(ঙ) জেলা প্রশাসন অধিশাখা (বর্তমানে জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা)	৭-৮
(চ) ফৌজদারি ও বিচার অধিশাখা (বর্তমানে ফৌজদারি বিচার অধিশাখা)	৯
(ছ) কমিটি-১ অধিশাখা (বর্তমানে অর্থনৈতিক অধিশাখা)	১০
(জ) কমিটি-২ অধিশাখা (বর্তমানে প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা)	১০
৪। ২০০১-০২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ	ঃ ১১
৫। ২০০১-০২ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি	ঃ ১২
৬। ২০০১-০২ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ ১৩-১৫
৭। পরিশিষ্ট - ক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs) এর অধীনে একটি বিভাগ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৮২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অক্টোবর ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারের নীতি নির্ধারণে এবং সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের সমন্বয় সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দণ্ডের বন্টন ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/ উপমন্ত্রী/সমরূপমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান; মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সংগীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স এবং কার্যবিধিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান, সিআইপি নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সমর পুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত বিভাগ, জেলা, উপজেলা প্রশাসনের কার্যক্রম নির্ধারণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন এই বিভাগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও ফৌজদারি বিচার প্রশাসন পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পালন করে থাকে। মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি অন্যতম দায়িত্ব।

সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

চারটি অনুবিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এই চারটি অনুবিভাগের অধীনে ৮টি অধিশাখার আওতায় ২৩টি শাখা, ১টি হিসাব ইউনিট, ১টি কম্পিউটার সেল, ১টি পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিট এবং ১টি সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুমোদিত লোকবল সর্বমোট ১৬৪ জন এবং কর্মরত ছিলেন ১৪৬ জন। সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-‘ক’তে দেখানো হলো।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। এছাড়া চারজন যুগ্ম সচিব চারটি অনুবিভাগের দায়িত্বে আছেন।

যুগ্ম সচিবগণের অধীনস্থ অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপ :

যুগ্ম-সচিব-১	১। মন্ত্রিসভা অধিশাখা ২। রিপোর্ট অধিশাখা (বর্তমানে রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা)
যুগ্ম-সচিব-২	১। প্রশাসন অধিশাখা ২। বিধি ও সেবা অধিশাখা
যুগ্ম-সচিব-৩	১। জেলা প্রশাসন অধিশাখা (বর্তমানে জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা) ২। ফৌজদারি ও বিচার অধিশাখা (বর্তমানে ফৌজদারি বিচার অধিশাখা)
যুগ্ম-সচিব-৪	১। কমিটি-১ অধিশাখা (বর্তমানে অর্থনৈতিক অধিশাখা) ২। কমিটি-২ অধিশাখা (বর্তমানে প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা)

প্রতিটি অধিশাখার তত্ত্বাবধানে রয়েছেন একজন উপসচিব এবং ২৩টি শাখার প্রতিটির দায়িত্ব পালন করেন একজন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব হিসেবে সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা কর্মরত। হিসাব ইউনিটে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রশাসন অধিশাখার আওতায় কম্পিউটার সেলে একজন প্রোগ্রামার ও দুইজন কম্পিউটার অপারেটর রয়েছেন। প্রতিবেদনাধীন বছরে জন প্রশাসন সংস্কার সেলে একজন সিনিয়র সহকারী প্রধান কর্মরত ছিলেন।

২০০১-২০০২ অর্থ বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত
বিবরণঃ

মন্ত্রিসভা অধিশাখা

১। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান করাই মন্ত্রিসভা অধিশাখার অন্যতম দায়িত্ব। এই অধিশাখার অন্যান্য কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষাপূর্বক মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠক আহ্বান ও কার্যপত্র প্রেরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবৃন্দের অবলোকনের জন্য উক্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ ও ফেরত গ্রহণ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিতকরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবের নিকট প্রেরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সাচিবিক দায়িত্ব পালন;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী বাঁধাই ও সংরক্ষণ;
- সমর পুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (বর্তমানে রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখার কর্মবন্টনভুক্ত)।

২। প্রতিবেদনাধীন বছরে নিম্নোক্ত ৪টি শাখার মাধ্যমে এই অধিশাখার কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে :

- (ক) মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখা
- (খ) বাস্তবায়ন-১ শাখা
- (গ) বাস্তবায়ন-২ শাখা
- (ঙ) সংরক্ষণ ও পুনরীক্ষণ শাখা (বর্তমানে রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখার আওতাধীন রেকর্ড শাখা)।

রিপোর্ট অধিশাখা (বর্তমানে রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা)

Rules of Business, 1996 এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংকলন, Rules of Business, 1996 এর rule 25 (3) অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন এই অধিশাখার অন্যতম দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(vi) মোতাবেক ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে এবং নতুন জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ সংকলন, প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণের কাজ রিপোর্ট অধিশাখা থেকে সম্পাদন করা হয়।

প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখা মূলত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন করে থাকে। প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের পদায়ন এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, পদসৃষ্টি, ছুটি, পেনশন, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি প্রশাসনিক বিষয়াদি;
- কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের ভাতা, ভবিষ্য তহবিল, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার, মোটরকার ও মোটর সাইকেল ঋণ মঞ্জুর, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসস্থান বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রকার স্টেশনারি দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, যানবাহন সংগ্রহ/ক্রয়/সংরক্ষণ/বিতরণ/ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন সেমিনার/সভা/সম্মেলন/উৎসব আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;
- মাসিক সমন্বয় সভার যাবতীয় কার্যাদি ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবন্তিত কার্যাদি ;
- সি আই পি নির্বাচন;
- কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন প্রদান; আন্তর্জাতিক পুরস্কার/পদক/খেতাব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের অনুমোদন প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয়ের বিবরণী তৈরী, হিসাব সংক্রান্ত ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত কাজ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টেলিফোন, ইন্টারকম, যানবাহন, অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান ;

- সচিবালয়ে প্রবেশের সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ/আবেদন পত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ ;
- এ বিভাগে প্রেরিত পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং এ বিভাগ হতে অন্যত্র পত্রসমূহ বিলি বন্টন সংক্রান্ত কাজ ।

২। প্রতিবেদনাধীন বছরে নিম্নোক্ত শাখাসমূহের মাধ্যমে প্রশাসন অধিশাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেছে :

- (ক) সংস্থাপন শাখা
- (খ) প্রশাসন শাখা (বর্তমানে সাধারণ সেবা শাখা)
- (গ) সাধারণ শাখা
- (ঘ) গোপনীয় ও তোষাখানা শাখা
- (ঙ) হিসাব শাখা
- (চ) সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্র
- (ছ) কম্পিউটার সেল ।

বিধি ও সেবা অধিশাখা

বিধি ও সেবা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর বন্টন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সংসদ সম্পর্কিত কার্যবন্টন।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সংগীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স, রুলস্ অব বিজনেস ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- তোষাখানা নীতি প্রণয়ন ও সংশোধন; (বর্তমানে প্রশাসন অধিশাখার আওতাধীন)
- স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশমালা, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; (বর্তমানে প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখার আওতাধীন)
- জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ভিভিআইপি/ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা;
- বিভিন্ন বৈঠকের জন্য মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ বরাদ্দ;
- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের বেতন, ভ্রমণ ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, আসবাবপত্র সরবরাহ, পৌরকর, ওয়াসা ও বিদ্যুৎ, গ্রহরী কক্ষ নির্মাণ, নিজস্ব বাড়ি মেরামত, মন্ত্রিসভা বৈঠকের আপ্যায়ন ব্যয় ও ঐচ্ছিক মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত কার্য সম্পাদন;
- পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবদের বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস/মিশন/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম। (বর্তমানে প্রশাসন অধিশাখার আওতাধীন)

২। প্রতিবেদনাধীন বছরে বিধি ও সেবা অধিশাখার আওতাধীন বর্ণিত কার্যাদি নিম্নবর্ণিত ৩টি শাখার সমন্বয়ে সম্পাদন করা হয়েছে :

(ক) বিধি শাখা

(খ) সেবা -১ শাখা (বর্তমানে মন্ত্রীসেবা শাখা)

(গ) সেবা-২ শাখা (বর্তমানে মন্ত্রী ও সচিব সেবা শাখা)।

জেলা প্রশাসন অধিশাখা (বর্তমানে জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা)

রুলস্ অব বিজনেস অনুযায়ী বিভাগ, জেলা ও উপজেলার সাধারণ প্রশাসন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা প্রশাসন অধিশাখার মাধ্যমে এই দায়িত্ব সম্পাদন করছে। জেলা প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

- মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/ প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/উপমন্ত্রী/সমরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অধাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান;
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণমূলক কার্যক্রম;
- বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়সমূহ;
- মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা ও তদন্ত এবং বিভাগীয় মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান, তদন্তের পর প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ, সুপারিশের ভিত্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ;
- বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত পার্শ্বিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উক্ত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রাপ্ত বিশেষ প্রতিবেদন সমূহ পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলা প্রশাসকগণের সাময়িক ও বার্ষিক কর্মতৎপরতা মূল্যায়ন;
- দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলন অনুষ্ঠান;

- বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উদ্‌যাপনের বিষয়ে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- মাঠ পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা;
- জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক উত্থাপিত সংশ্লিষ্ট বিষয় নিষ্পত্তি করা ;
- মাঠ পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- 'নিকার' বৈঠক সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ, নিকার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ(বর্তমানে প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখার আওতাধীন)

২। প্রতিবেদনাধীন বছরে জেলা প্রশাসন অধিশাখার কার্যাদি নিম্নোক্ত ৫টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে :

- (ক) জেলা প্রশাসন-১ শাখা (বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন শাখা)
- (খ) জেলা প্রশাসন- ২ শাখা (বর্তমানে মাঠ প্রশাসনের সমন্বয়ধর্মী ও বিশেষ কার্যাবলি শাখা)
- (গ) জেলা প্রশাসন -৩ শাখা (বর্তমানে মাঠ প্রশাসনের অভিযোগ শাখা)
- (ঘ) জেলা প্রশাসন- ৪ শাখা (বর্তমানে প্রশাসন সংযোগ শাখা)
- (ঙ) জেলা প্রশাসন -৫ শাখা (বর্তমানে প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখার আওতাধীন নিকার শাখা)।

ফৌজদারি বিচার অধিশাখা

ফৌজদারি বিচার অধিশাখা সমগ্র দেশের ফৌজদারি বিচার প্রশাসন (ম্যাজিস্ট্রেটসি) পরিচালনা, দিক নির্দেশনা প্রদান এবং সম্পাদিত কাজ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ফৌজদারি বিচার অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

- ফৌজদারি বিচার বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলি, পরিপত্র এবং সাধারণ যোগাযোগ;
- প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রিয়াল ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার ও পুনঃপ্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- ম্যাজিস্ট্রেটদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহের তদন্ত/নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটসি ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসমূহ পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন;
- চাঞ্চল্যকর মামলার অগ্রগতির জন্য গঠিত জেলা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা ;
- চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসহ সকল ফৌজদারি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারকার্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফৌজদারি মামলার মাসিক বিবরণী পর্যালোচনা ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;
- মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইনশৃঙ্খলা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিশেষ ক্ষমতা আইন, শুদ্ধ আইন ও অন্যান্য মাইনর এ্যাক্টের আওতাধীন বিষয়সমূহ;
- বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

২। প্রতিবেদনাধীন বছরে ফৌজদারি বিচার অধিশাখা নিম্নোক্ত ৩ টি শাখার মাধ্যমে ফৌজদারি বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেছে :

(ক) ফৌজদারি বিচার শাখা- ১ (বর্তমানে ফৌজদারি নীতি ও সংগঠন শাখা)

(খ) ফৌজদারি বিচার শাখা- ২ (বর্তমানে ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা)

(গ) ফৌজদারি বিচার শাখা- ৩ । (বর্তমানে ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি ও আইনশৃঙ্খলা শাখা)।

কমিটি-১ অধিশাখা (বর্তমানে অর্থনৈতিক অধিশাখা)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম কমিটি-১ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদন করে। এসএসবি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কাজ এই অধিশাখার আওতাধীন। কমিটি-১ অধিশাখার মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেছে :

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি ।

২। প্রতিবেদনাধীন বছরে কমিটি-১ অধিশাখার কার্যাদি নিম্নোক্ত ২টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে :

- (ক) পদোন্নতি শাখা (বর্তমানে কমিটি বিষয়ক শাখা)
- (খ) ক্রয় শাখা (বর্তমানে ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা) ।

* বর্তমানে 'গবেষণা ও সংস্কার সেল' অর্থনৈতিক অধিশাখার আওতাভুক্ত।

কমিটি - ২ অধিশাখা (বর্তমানে প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা)

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের প্রশাসনিক সকল কার্যাদি কমিটি-২ অধিশাখার আওতাধীন ছিল। ১৯৯৭ সনের জানুয়ারী মাসে গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ৩০ জুন ২০০১ তারিখে বিলুপ্ত করা হয়। বিলুপ্ত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের অবাস্তবায়িত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জনপ্রশাসন সংস্কার সেল গঠন করা হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি সচিব কমিটি গঠন করা হয়। জনপ্রশাসন সংস্কার সেলের কার্যাদি কমিটি-২ অধিশাখার আওতাধীন ছিল। এ সেলের মূল কাজ ছিল সচিব কমিটিকে সহায়তা করা। তাছাড়া দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প এ অধিশাখার আওতাধীন ছিল।

২। প্রতিবেদনাধীন বছরে কমিটি-২ অধিশাখার কার্যাদি জনপ্রশাসন সংস্কার সেল ও প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা (বর্তমানে প্রকল্প ও সুশাসন শাখা এবং নিকার' শাখা) এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।

২০০১-২০০২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

১। মন্ত্রিসভা বৈঠক সংক্রান্ত : প্রতিবেদনাধীন (২০০১-০২) অর্থবছরে মোট ৪৭টি মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকল সভায় ১৩৬টি সূচিভিত্তিক এবং ২০টি বিবিধ সিদ্ধান্ত সহ মোট ১৫৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তন্মধ্যে ১০৫টি সিদ্ধান্ত প্রতিবেদনাধীন বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে।

২। মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক ও সিদ্ধান্ত :

(ক) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি :

প্রতিবেদনাধীন (২০০১-০২) অর্থবছরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ২৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ৯০টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

(খ) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি :

প্রতিবেদনাধীন (২০০১-০২) অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ০৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ১৪টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

(গ) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি :

প্রতিবেদনাধীন বছরে এই কমিটি ২০০১ সালের জন্য ১০(দশ) জন সুধী ও ১(এক) টি প্রতিষ্ঠান এবং ২০০২ সালের জন্য ৪(চার) জন সুধী ও ১(এক)টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৪ জন সুধী ও ২(দুই)টি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদানের সুপারিশ করে।

৩। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক : ২০০১-০২ অর্থ বছরে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ৫টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০০১-০২ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি

২০০১-০২ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

(ক) ২৩ অক্টোবর ২০০১ তারিখে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I সংশোধনপূর্বক Ministry of Liberation War Affairs (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠন এবং কার্যবন্টন নির্ধারণ করা হয়।

(খ) ২০ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I সংশোধনপূর্বক Ministry of Expatriates Welfare and Overseas Employment (প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়) নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠন এবং কার্যবন্টন নির্ধারণ করা হয়।

(গ) ২৭ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I সংশোধনপূর্বক Ministry of Communication এর আওতাধীন Roads and Railways Division এবং Jamuna Bridge Division বিলুপ্ত করে এদের কার্যবন্টন Ministry of Communication এর অধীনে নির্ধারণ করা হয়।

(ঘ) ২৭ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I সংশোধনপূর্বক Ministry of Planning এর আওতাধীন Planning Division, Statistics Division এবং Implementation Monitoring and Evaluation Division বিলুপ্ত করে Planning Division এবং Implementation Monitoring and Evaluation Division করা হয় এবং বিলুপ্ত Statistics Division এর কার্য Planning Division এর অধীনে নির্ধারণ করা হয়।

(ঙ) ১১ এপ্রিল ২০০২ তারিখে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I সংশোধনপূর্বক Ministry of Science and Technology (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) এর নাম পরিবর্তন করে Ministry of Science and Information & Communication Technology (বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) করা হয়।

(চ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার-সংক্ষেপ প্রেরণের ক্ষেত্রে Rules of Business, 1996 এর rule-9 যথাযথ অনুসরণের জন্য একটি পরিপত্র জারি করা হয়।

(ছ) ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশযাত্রা এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি জারি করা হয়।

(জ) ১০ নভেম্বর ২০০১ তারিখে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের বিদেশযাত্রা এবং দেশের অভ্যন্তরে সফরকালীন সময়ে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়।

(ঝ) বিদেশী সরকার বা বেসরকারী সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ প্রসঙ্গে Rules of Business, 1996 এর rule-29 অনুসরণের জন্য একটি পরিপত্র জারি করা হয় ;

(ঞ) বেসরকারীকরণ নীতিমালা ২০০১ প্রণয়ন এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ২০০২ প্রকাশ করা হয়।

২০০১-০২ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২০০১-০২ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

- (ক) ১৫ জুলাই ২০০১ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ এবং ১৬ জুলাই ২০০১ তারিখে মাননীয় উপদেষ্টাগণের শপথ পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং মাননীয় উপদেষ্টাগণের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বন্টন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- (খ) ২৩ জুলাই ২০০১ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ রাষ্ট্রপতির অধীনে ন্যস্ত থাকবে মর্মে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- (গ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১ এ জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার গঠনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের নিয়োগ ও শপথ পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম ১০ অক্টোবর ২০০১ তারিখে সম্পন্ন করা হয়।
- (ঘ) ১১ অক্টোবর ২০০১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণের মধ্যে বন্টন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- (ঙ) ১১ অক্টোবর ২০০১ তারিখে জনাব সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধাদিসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- (চ) ১১ অক্টোবর ২০০১ তারিখে অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধাদিসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং জনাব আব্দুল হারিস চৌধুরীকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধাদিসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- (ছ) ২২ অক্টোবর ২০০১ তারিখে অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের (বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) উপদেষ্টা নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- (জ) ২৩ অক্টোবর ২০০১ তারিখে প্রতিমন্ত্রী জনাব রেদোয়ান আহমেদকে নবগঠিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- (ঝ) ১৪ নভেম্বর ২০০১ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী জনাব এ,কিউ,এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

- (ঞ) ১৪ নভেম্বর ২০০১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত জনাব এ,কিউ,এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরীর রাষ্ট্রপতি পদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়।
- (ট) ১৪ নভেম্বর ২০০১ তারিখে জনাব এম, মোরশেদ খানকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ এবং ১৫ নভেম্বর ২০০১ তারিখে তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- (ঠ) ২০ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ আল নোমানকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এবং প্রতিমন্ত্রী মেজর (অবঃ) মোঃ কামরুল ইসলামকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পুনর্বন্টন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- (ড) ১১ মার্চ ২০০২ এবং ০৭ এপ্রিল ২০০২ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীগণের দপ্তর পুনর্বন্টন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- (ঢ) ২১ জুন ২০০২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- (ণ) সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
- (ত) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে ২০০১ সালের জন্য ১০(দশ) জন সুধী ও ১(এক) টি প্রতিষ্ঠান এবং ২০০২ সালের জন্য ৪(চার) জন সুধী ও ১(এক)টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৪(চৌদ্দ) জন সুধী ও ২(দুই)টি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত হয় এবং ২৪ মার্চ ২০০২ তারিখে ১৪(চৌদ্দ) জন সুধী ও ২(দুই) টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- (থ) বঙ্গভবনস্থ তোষাখানায় ৪১৭(চারশত সতের)টি উপহার সামগ্রী জমা প্রদান করা হয়।
- (দ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সিভিল আপীল নং-৭৯/৯৯এ বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত রায় বাস্তবায়নকল্পে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১০-০৩-২০০২ তারিখের মপবি/সিজে-১/৬-১১/২০০০/২৮১ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ৩০-০৬-২০০২ পর্যন্ত মোট ৯টি সভায় মিলিত হয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

- (ধ) এ বিভাগে ১৯৭২ সাল থেকে মোট পুঞ্জীভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৭৮টি, যার আর্থিক সংশ্লেষ ছিল ৬.০২ কোটি টাকা টাকা। প্রতিবেদনাধীন বছরে ৬টি আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। বিলুপ্ত বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডের ২৮৪টি অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির মধ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে আলোচ্য সময়ে ০৯টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ২৫৪টি আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের ৫৮টি আপত্তির মধ্যে ১৫টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্পের ২টি আপত্তি প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন ছিল।
- (ন) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে জনগণের জানমাল সম্পদ রক্ষার্থে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় 'দুর্যোগপূর্ণ এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প' জুলাই'২০০০ - জুন'২০০৩ মেয়াদে ৮.৭০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে।

-----x-----